Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেকুলারিজম নাকি শরিয়াহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা: শাররিমা এলাহি আরাবী

রোলঃ 227021595

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেকুলারিজম নাকি শরিয়াহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা: শাররিমা এলাহি আরাবী

রোলঃ 227021595

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সেকুলারিজম নাকি শরিয়াহ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোসা: শাররিমা এলাহি আরাবী, আইডিঃ 227021595 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সেকুলারিজম নাকি শরিয়াহ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মোসা: শাররিমা এলাহি আরাবী

আইডিঃ 227021595

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

সেকুলারিজম নাকি শরিয়াহ

ভূমিকা:

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি সমগ্র সৃষ্টির মালিক ও বাদশাহ। যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়াময় এবং সকল কিছুর ওপর শক্তিশালী। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের ওপর।

সেকুলারিজম কি:

সেকুলারিজম হল একটি ধর্মনিরপেক্ষ উদ্দেশ্য যা সমস্ত ধর্মের সমান মূল্য ও অধিকারের জন্য লড়াই করে। ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মকে এড়িয়ে নিছক বস্তুবাদী স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে মানববিদ্যা ও বুদ্ধির ভিত্তিতে মানবজীবন প্রতিষ্ঠার প্রতি আহ্বান করে। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি বলতে বুঝানো হয় - ধর্মের প্রভাবমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা। আর এটি ১৭শত শতাব্দীতে ইউরোপে আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এটি মধ্যপ্রাচ্যে প্রসারিত হয়। প্রথমে এটি মিসর, তুরস্ক, ইরান, লেবানন ও সিরিয়াতে প্রসার করে। পরে ধীরে ধীরে তিউনিশিয়াতে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইরাকে প্রসারিত হয়। এছাড়া বিংশ শতাব্দীতে এসে অন্যান্য আরব দেশগুলোতেও বিস্তার লাভ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফ্রান্সে ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত যুদ্ধতুঙ্গ হয়েছিল। মুক্তচিন্তার নামে শুরু হওয়া এই বিপ্লব ১৭৯৪ এর ইস্টার আসতে

আসতে ফ্রান্সের ৪০,০০০ এর বেশি গির্জার বেশির ভাগ জোরপূর্বক বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুরু হলো গির্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, ক্রুশ আর পানপাত্র ভেঙে ফেলা। শেষ হয় জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ আর গিলোটিনে পাদরি ও নানদের ঢালাও হত্যার মাধ্যমে। ইতিহাসে এ সময়টা পরিচিতি পায় 'ত্রাসের রাজত্ব' বা Reign of Terror নামে।

টেরোরিসম বা সন্ত্রাসবাদ বলে যে শব্দটা আজ আমরা ব্যবহার করি, সেক্যুলার ফরাসী বিপ্লবের সময়টাতেই ফ্রেঞ্চ 'Terrorisme' শব্দ থেকে তার উৎপত্তি। ফরাসী বিপ্লবের রথীমহারথীদের অন্যতম ম্যাক্সেমিলিয়ান রবসপিয়ের এ সময় ঘোষণা করে, সন্ত্রাস হলো তাৎক্ষণিক, তীব্র এবং অনমনীয় বিচার। সন্ত্রাস হলো শুদ্ধির বিচ্ছুরণ আজ যাদের জঙ্গী কিংবা সন্ত্রাসী বলা হয় তাদের কাছ থেকেও এ ধরনের কথা শোনা যায় না। যেসব খ্রিষ্টান তাদের শতাব্দীপুরোনো বিশ্বাস আঁকড়ে রেখেছিল, তাদের ম্যাসাকার করা হয় 'ভেন্ডি'তে। ঐতিহাসিক মার্ক লেভিনের মতে এ ছিল, 'আধুনিক গণহত্যার পূর্বসূরি'।

ফ্রান্সের এ নিয়মতান্ত্রিক বি-খ্রিষ্টকরণ কোনো অর্থেই এক 'কট্টর ধর্মের স্বাভাবিক পতন' ছিল না। এটা এনলাইটেনমেন্ট যার্শনালিটির স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক উত্থানও ছিল না, বরং এ ছিল রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় খুনে দমনপীড়নের ফলাফল।

পুঁজিবাদ:

পুঁজিবাদ হলো একটি জীবনব্যবস্থা (দ্বীন)। ইসলাম যেমন জীবনের প্রতিক্ষেত্রে নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। ইসলাম ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ-বাজার-আদালত-রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে, সুস্পষ্ট নীতিমালা দেয়। তেমনি পুঁজিবাদকে যদিও আমরা 'অর্থব্যবস্থা' হিসেবে পড়ি, কিন্তু ফাংশনালি এটা একটা দ্বীন। ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করে, নীতিমালা গড়ে দেয়। আজ আমরা নীতিমালা হিসেবে সর্বক্ষেত্রে পুঁজিবাদকে গ্রহণ করেছি, মানে আমাদের দ্বীন পুঁজিবাদ।

পুঁজিবাদ শব্দের উদ্ভব:

শিল্পবিপ্লবের আগে সারা দুনিয়া চলত কুটিরশিল্পের ব্যবসা বা ক্ষুদ্রশিল্পের। যখন ইঞ্জিন আবিষ্কার হলো, তৈরি হলো বৃহৎ শিল্প। একব্যক্তির পক্ষে বড় বড় কারখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা কঠিন হতো, কারণ একজনের হাতে এত পুঁজি বা মূলধন থাকে না। ডেভলপ হলো ব্যাংক-ব্যবস্থা, যেখানে সমাজের সবাই টাকা রাখত। সমাজের সকলের পুঁজি একত্রিত হয়ে চলে যেত ওই পুঁজিপতির হাতে ঋণ হিসেবে। ব্যাংকের সুদ, শ্রমিকের মজুরি দিয়ে যে অবশিষ্ট অর্থ থাকে তা দিয়ে তাকে আরো লাভ করতে হবে যাতে সে আরো মেশিন কিনতে পারে, ব্যবসা আরো বড় করতে পারে। এই ক্রমাগত পুঁজি বৃদ্ধির প্রবণতা থেকে পুঁজিবাদ (Capitalism) শব্দের উদ্ভব হয়। কিন্তু বর্তমানে পুঁজিবাদ কেবল ব্যাবসায়িক প্রবণতায় সীমাবদ্ধ নয়। পুঁজি বৃদ্ধির প্রবণতা আজ প্রতিটি মানুষের শিরায় শিরায় প্রবহমান। যেকোনো মূল্যে 'পুঁজির আমদানি' আজ আমাদের আরাধ্য দেবতা।

ইসলাম ও পুঁজিবাদ:

ইসলাম ও পুঁজিবাদের পার্থক্যটা বুঝতে হবে আমাদের। বিশ্বের একক হচ্ছে মানুষ। মানুষের সংজ্ঞা কেমন, তার ওপর নির্ভর করবে পুরো সিস্টেমটা কেমন। মানুয়ামের মতে মানুষ একটি আধ্যাত্মিক (spiritual) জীব। মানুষের উন্নতি মানে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি। একজন মানুষ যত আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নত হতে থাকবে তত সে তার অস্তিত্বের পূর্ণতায় পৌঁছাবে। তার অস্তিত্বই 'আবদ' হিসেবে (দাস বান্দা)। জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল আল্লাহর ইবাদতের (দাসত্বের) জন্য অর্থাৎ একজন 'আবদ' বা দাস হিসেবে আপনি যত পারফেকশনের দিকে যাবেন, তত আপনি আপনার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেন, মানবজীবন তত সার্থক হতে থাকবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু 'ইবাদতের জন্য' অংশটুকুর অর্থ

করেছেন 'লিয়া'রিফুন' (চেনার জন্য)। আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁকে চেনার জন্য। যত চেনা হবে, তত আমাদের আবদিয়্যাত (দাসত্ব) পরিপূর্ণ হবে। মানুষের এই সংজ্ঞাটুকুর ওপর ইসলামের পুরো সিস্টেমটা দাঁড়ানো। মানুষের সাথে আল্লাহর এই আধ্যাত্মিক সম্পর্ক 'ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র'-র ইসলামি সংজ্ঞা দেয়। আমাদের প্রতিটি সম্পর্কের মাঝে আল্লাহ আছেন। রাষ্ট্র-প্রজা, বিচারক-বাদী, ক্রেতা-বিক্রেতা, সেবাদাতা-গ্রহীতা, উৎপাদক-ভোক্তা, চুক্তির দুইপক্ষ, পাড়াপড়শি, কাফির-মুসলিম, আত্মীয়-অনাত্মীয়, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন, এমনকি বাথরুমে একেলা বাসায় একাকী আমি। প্রতিটি সম্পর্কের মাঝে আল্লাহ রয়েছেন, এই বোধের জন্ম দেয় আবদিয়ত দাসত্বানুভূতি। ফলে প্রতিটি সম্পর্কের মাঝে এক আশ্চর্য জবাবদিহিতা-সংযম-পরোপকার এবং ওহিভিত্তিক নীতিমালা মেনে চলার প্রবণতা ব্যক্তিকে জীবনের প্রতি কদমে 'ন্যায় প্রতিষ্ঠার তাড়না' যোগায়। কারণ তাকে তো আবদিয়্যাতের পূর্ণতা দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি করে রবকে খুশি করতে হবে। এটা একটা সফটওয়্যার যা 'বাথরুম থেকে রাষ্ট্র' সবখানে তাকে জুলুম করতে বাধা দেবে, ইনসাফ ও কল্যাণ সাধনে তাড়িয়ে বেড়াবে।

রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতা:

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- "লিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব।" অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রব্যবস্থা আমরা ধর্মনিরপেক্ষ করে ছেড়েছি।

» 'আল্লাহর ওপর বিশ্বাস'-এই কথাটুকু আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে নেই। কোনো পলিসিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে রাখা হয় না। আল্লাহ এই পলিসিতে কী করতে বলেছেন, তা বলার মতো লোক আপনাদের পলিসি লেভেলে থাকে না। একজন নামেমাত্র সংবিধানে ঢুকিয়েছিল, সেই নামেমাত্র 'আল্লাহর নামটুকু সংবিধানে

থাকবে', তাও আমাদের সহ্য হয়নি। দলাদলি আর দলীয় অন্ধত্ব এই পর্যায়ে গেছে, আল্লাহর নাম... কার নাম? 'আল্লাহর নাম' আমরা বের করে দিয়েছি।

» কাফিরদের সন্তুষ্টি পেতে, কাফিরদের দেওয়া উন্নয়নসূচকে স্থান পেতে আমরা নারীনীতি করি কাফিরদের মতো করে। আল্লাহ ও রাসুল কী বললেন,তার সেখানে জায়গা নেই।

অসাম্প্রদায়িকতার নামে শিক্ষানীতি করি বিধর্মী-স্তুতি দিয়ে, যা আল্লাহ ও রাসুল থেকে নিয়ে যায় বহু দূরে। খোদ পশ্চিমা একাডেমিয়ায় যেগুলো এখনো বিতর্কিত, সেগুলোকে (নারীবাদ, মানবতাবাদ, বিবর্তনবাদ প্রভৃতি কুফরকে) ধ্রুবসত্য ও আধুনিকতার স্কেল হিসেবে শেখাই আমাদের সন্তানদের।

» এমনি করে আইনসভায় আইন করার সময় আল্লাহ ও রাসুলের কথার কোনো স্থান নেই। মদ ও পতিতার লাইসেন্স দেবার সময় আল্লাহর সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা নেই।

» অর্থব্যবস্থায় 'আল্লাহ যে সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন' তার কোনো পরোয়া নেই। আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে আমাদের কোনো ভয় নেই।

» পরিবার পরিকল্পনা নামে আমরা একটা মন্ত্রণালয়ই বানিয়ে নিয়েছি যাদের কাজ 'আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করা'।

» দণ্ডবিধিতে আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাখিনি। আল্লাহ আর তাঁর রাসূল এ যুগে 'অচল'? কুরআনে নানা জায়গায় বিধান-আইন বলে দিয়ে আল্লাহ বলছেন: "এগুলো হলো আল্লাহর নির্ধারণ। আর (যারা এটা অস্বীকার করবে, সেই) কাফিরদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' মহারাজাধিরাজ আল্লাহর

বেঁধে দেওয়া দণ্ডকে 'অমানবিক' বলেছি, 'এ যুগে অচল' বলেছি। কত বড় সাহস আমাদের! এত বড় সাহস গত ১৪০০ বছর মুসলিমরা কখনো দেখায়নি।

মধ্যযুগে মুসলিম সাম্রাজ্য যখন জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প সংস্কৃতি, আইনের শাসন, নিত্যনতুন ভূখণ্ডে মাজলুমের অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর নিরাপত্তা ও সম্মান ইত্যাদির অনন্য নজির তৈরি করছিল। ঠিক তখন মধ্যযুগে পোপ-যাজকদের সমর্থিত জমিদার ও রাজতন্ত্র ইউরোপের জনজীবন দুঃসহ করে তুলেছিল। অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ধর্মীয় দলাদলি, যুদ্ধ, মানব-রচিত বিকৃত খ্রিষ্টধর্মের কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথায় অতিষ্ঠ ইউরোপ মুক্তি চাইল। ইউরোপের দার্শনিকরা জমিদারতন্ত্রকে উৎখাত করে গণতন্ত্র আর খ্রিষ্টীয় যাজকতন্ত্রকে উৎখাত করে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার কথা বলল। নতুন এই রাষ্ট্রচিন্তায় ধর্ম বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কোনো স্থান নেই। দুই অঞ্চলে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই প্রেক্ষাপট। একদিকে ওহিভিত্তিক শাসনের ফলে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত। আরেকদিকে মানব-রচিত ধর্মের কারণে স্বার্থান্বেষী যাজকশ্রেণি সমর্থিত শাসনের ফলে অন্যায়ের সয়লাব। দুটো দুই জিনিস। আজ ওরা গলা থেকে শেকল খুলে ফেলেছে বলে দেখাদেখি আমাকেও গলা থেকে ফুলের মালা খুলে ফেলতে হলো? একটু ভাবার ফুরসত হলো না কী করছি? কাকে দেখাতে গিয়ে কাকে রাগাচ্ছি? কাকে সাথে নিয়ে কার সাথে লাগতে আসছি?

ইউরোপ তাদের 'এনলাইটেনমেন্ট'-এ এসে সোকল্ড আলোকিত হয়েছে। আর আমরা তো আলোকিতই ছিলাম। আমাদের হিদায়াতের নুর তো সেই ৭ম শতকেই এসে গেছে।

১৪শত বছর আগে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন -
" আমার উম্মত আহলে কিতাবদের (ইহুদি-খ্রিষ্টান) কদমে কদমে অনুসরণ করবে। তারা গোসাপের গর্তে ঢুকলে এরাও সেধোঁবে। "

আজ ব্রিটিশ আইন আমাদের আইন, ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থা আমাদের বিচারব্যবস্থা, ব্রিটিশ এন্ট্রান্স-এফএ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, ব্রিটিশ অর্গানোগ্রাম আমাদের শাসনব্যবস্থা। ওদের গণতন্ত্র আমাদের কেন নিতে হলো? আমরা তো আওরঙ্গজেবের শাসনেই **১**ম অর্থনীতির দেশ ছিলাম, শক্তিশালী শিক্ষাব্যবস্থা ছিল আমাদের।

ইসলামি শরিয়াহ'র মূল উৎসসমূহ:

> ইসলামী শরিয়াহ'র সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে আল-কুরআনুল কারীম। এটি قرأ ক্রিয়ার মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ: একত্র করা, জমা করা। অর্থ القراءة শব্দের অর্থ উচ্চারণে এক হরফকে আরেক হরফের সাথে মিলানো। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ হওয়ার কারণে আল-কুরআনকে “কিতাব” নামকরণ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কিতাবসমূহের মধ্যে এ কিতাবকে কুরআন বলার কারণ হলো এটা অন্যান্য সব কিতাবের সারাংশ, বরং সব ইলমের সারমর্ম এতে একত্রিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে বলেছেন:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“তাদের এই গল্পে অবশ্যই বুদ্ধিমানদের জন্য একটি শিক্ষা রয়েছে এটি একটি বানোয়াট গল্প নয়, বরং তাদের পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী এবং বিস্তারিত বিবরণ। হেদায়েত ও রহমত ঐ লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে।” [সূরা ইউসুফ :**১১১**]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

“আর স্মরণ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছে, তাদের থেকেই তাদের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী উত্থিত করব এবং তোমাকে তাদের উপর সাক্ষীরূপে হাজির করব। আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সংবাদস্বরূপ”। [সূরা আন-নাহল: ৮৯]

আল- কুরআন হলো আল্লাহর কালাম যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে এবং আমাদের কাছে মুতাওয়াতির তথা অসংখ্য ধারাবাহিক বর্ণনার মাধ্যমে পৌঁছেছে।

> ইসলামী শরিয়াহ’র দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে সুন্নাহ ও শরিয়াহ আইন।
সুন্নাহ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পথ, পদ্ধতি জীবন চরিত্র। এ শব্দটির ব্যবহার আল-কুরআনে ও হাদীসে এ অর্থে এসেছে। আল-কুরআনে আল্লাহ তা’আলা বলেছেন:
سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا
“তাদের নিয়ম অনুসারে যাদেরকে আমি আমার রাসূলদের মধ্যে তোমার পূর্বে পাঠিয়েছিলাম এবং তুমি আমার নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবে না”। [সূরা আল-ইসরা: ৭৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ, মৌন সমর্থন, তাঁর সাধারণ গুণাবলী বা তাঁর জীবন চরিতকে হাদীস বলে।

মুসলমানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শরী’য়াহর বিধান বা রাষ্ট্র পরিচালনা বা বিচার কার্যে যা কিছু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর কথা বা কাজ বা মৌন সমর্থন যাই হোক এবং তা আমাদের পর্যন্ত সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো মুসলমানদের জন্য দলিল ও শরী’য়াহর মূলভিত্তি হিসেবে ধর্তব্য হবে।

> ইসলামী শরিয়াহ’র তৃতীয় উৎস হচ্ছে আল-ইজমা।

ইজমা হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর মুসলিম উম্মাহর মুজতাহিদগণ কোনো এক যুগে শরী'য়াহ এর কোনো এক বিধানের উপর একমত হওয়া।

মহানবি (স.) বলেছেন: "আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতকে নিশ্চয়ই গোমরাহির উপর জমায়েত করবেন না। আল্লাহর হাত (রহমত ও সাহায্য) দলবদ্ধ থাকার উপর রয়েছে। যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে দোযখে যাবে (তিরমিযি)"

ইজমা শরিয়তের অন্যতম দলিল। এর বৈধতা কুরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। মুসলমানগণ একমত যে, ইজমা শরী'য়াহ এর দলিল, প্রত্যেক মুসলিমের উপর এ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব।

> ইসলামী শরিয়াহ'র চতুর্থ উৎস হচ্ছে আল-কিয়াস।
কিয়াস হচ্ছে কোনো বিষয়ের জন্য যে বিধান নির্ধারণ করা, যে বিধান স্পষ্টভাবে অন্য একটি বিষয়ের জন্য কুরআন বা হাদীসে বর্ণনা করা আছে, উভয় বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকারী 'ইল্লাত' বা হেতু থাকার কারণে।
অধিকাংশ ফিকহবিদগণ একমত যে, কিয়াস শরীয়তের দলিল, এর দ্বারা আহকাম সাব্যস্ত করা হয়।

জমহুর উলামা কিরাম কিয়াস শরীয়তের দলিল হওয়ার অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি হলো:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাওম অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত উত্তরে বলেছিলেন:
أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟

“যদি তুমি সাওম অবস্থায় কুলি করো তাতে কি সাওম ভঙ্গ হবে? (অর্থাৎ সাওম অবস্থায় পানি দিয়ে কুলি করলে যেমন সাওম ভাঙ্গে না, তেমনি স্ত্রীকে চুম্বন করলেও সাওম ভাঙ্গে না)।

এটা ছিল রাসূলের পক্ষ থেকে উম্মতকে কিয়াস শিক্ষা দেয়া। কেননা এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুম্বনকে কুলির সাথে কিয়াস করেছেন। উভয়টিতেই সাওম ভঙ্গ হয় না।

সাহাবা কিরামগণ শরীয়তের কিছু বিধান ইজতিহাদ করে বের করেছেন, অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে ছিলেন। তিনি তাদেরকে তিরস্কার করেননি। এটা ঘটেছিল যখন তিনি তাদেরকে আহযাবের যুদ্ধের দিন আসরের সালাত বনী কুরাইযাতে গিয়ে আদায় করতে নির্দেশ দেন। পথিমধ্যে আসরের ওয়াক্ত হলে তাদের কিছু সংখ্যক ইজতিহাদ করে পথেই সালাত আদায় করেন। তারা বললেন, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে সালাত বিলম্বে আদায় করা চাননি, বরং তিনি চেয়েছেন আমরা যেন দ্রুত বনী কুরাইযাতে যাই”।

ফলে তারা রাসূলের আদেশের অর্থের দিকে লক্ষ্য করেছেন। অন্য দল শব্দের দিকে তাকিয়ে ইজতিহাদ করে আসরের সালাত বনী কুরাইযাতে গিয়ে বিলম্বে আদায় করেন।

যেসব ব্যাপারে স্পষ্ট নস পাওয়া যায় না সে ক্ষেত্রে কিয়াস হলো উক্ত মাস'আলার হুকুম উদঘাটনে প্রথম পদ্ধতি বা উপায়। এটা ইসতিম্বাতের ক্ষেত্রে খুবই স্পষ্ট ও শক্তিশালী পন্থা।

কিয়াস চারটি আরকানের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে:

১- আসল বা মূল মাস’আলা,

২- ফর’আ তথা শাখা মাস’আলা,

৩- আল-ইল্লাহ তথা কারণ,

৪- মূল মাস’আলার হুকুম।

অতঃপর যদি উপরিউক্ত সব শর্ত সঠিকভাবে সর্বসম্মতভাবে পাওয়া যায় তবে তা সহীহ কিয়াস হবে, নতুবা কিয়াসটি ফাসিদ বলে গণ্য হবে।

সেকুলারিজম কি মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য?

সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা বিস্তারের ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধানকে নিষিদ্ধ করা, জীবনের সকল শাখা থেকে শরীয়তকে বিতাড়িত করা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিলকৃত ওহীর পরিবর্তে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী কাফেরদের তৈরি বিধানকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে । আল্লাহর বিধানকে মানা ও মানব-রচিত বিধান প্রত্যাখ্যান করার আহ্বানকে তারা প্রগতির অন্তরায়, পশ্চাৎগামী ও রক্ষণশীলতা জ্ঞান করে। আল্লাহর দিকে দা‘ঈ বা আহ্বানকারীদেরকে তারা নানাভাবে হেয় ও উপহাস করে। ইসলামী ইতিহাসকে বিকৃত করা, তাতে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটানো ও ইসলামী আন্দোলনের ফসল স্বর্ণযুগকে ব্যক্তি স্বার্থ ও জঙ্গীবাদ বা জঙ্গীপনার ফলাফল বলে গালমন্দ করা এবং সমাজে এ জাতীয় ধ্যান-ধারণা তৈরি করা।

পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে সেকুলারিজম বা ধর্মহীনতা বিকাশের কোনো কারণ যদি থেকেও থাকে কোনো মুসলিম দেশে তা বিকাশের কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। কেননা কোনো খ্রিস্টানকে যখন মানবরচিত ‘সিভিল ল’ দিয়ে শাসন করা হয় তখন সে অল্প বা বিস্তর বিরক্ত হয় না। কারণ এতে করে সে এমন কোনো কিছুকে অকেজো করছে না যা মান্য করা তার ধর্ম তার উপর আবশ্যক করে দিয়েছে; কেননা তার ধর্মে জীবনবিধান হিসেবে কিছু নেই। কিন্তু মুসলিমের ক্ষেত্রে

বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। মুসলিমের ঈমানই তাকে আল্লাহর আইনের শাসন গ্রহণে বাধ্য করে।

উপসংহার:

পূর্বের আলোচনা থেকে এ কথা পরিস্কার যে- রাষ্ট্রীয় জীবন ও সামাজিক জীবন থেকে ধর্মকে বহিষ্কার করে জাগতিক জ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধির ভিত্তিতে জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার আহবানই- ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মতে, ধর্ম মানুষের মনের খাঁচায় বন্দি থাকবে, খুবই সীমাবদ্ধ পরিসরে ধর্মকে প্রকাশ করা যাবে। অথচ যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়তকে আইন হিসেবে গ্রহণ করে না এবং আল্লাহ তাআলা যা কিছু হারাম করেছেন সেগুলোকে সে নিষিদ্ধ করে না- সে মুরতাদ, সে মুসলিম নয়।

এই ক্ষেত্রে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তার যুক্তি খণ্ডন করা ও তাকে তওবা করার আহ্বান জানানো যেন সে ইসলামে ফিরে আসার সুযোগ পায়। অন্যথায় ইহকালে ও পরকালে তার ব্যাপারে ইসলাম ত্যাগকারী মুরতাদের বিধান প্রযোজ্য হবে।